Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৫ এপ্রিল, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১৪ এপ্রিল, ২০১৪ ৩০ চৈত্র, ১৪২০

লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা

৩৮ বর্ধমান পূর্ব (তপঃ)

১। **ঈশ্বরচন্দ্র দাস** (সি পি আই(এম))
২। **চন্দনা মাঝি** (জাতীয় কংগ্রেস)
৩। **মুকুল বিশ্বাস** (বহুজন সমাজপার্টি)
৪। **সন্তোষ রায়** (বি জে পি)
৫। **সুনীল কুমার মণ্ডল**(তৃণমূল কংগ্রেস)
৬। **কালিচরণ দাস** (এস ইউ সি আই)
৭। **প্রশান্ত বাগ** (ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টি)
৯। **স্বপন মালিক** (ঝারখণ্ড মুক্তি মোর্চা)

৩৯ বর্ধমান-দুর্গাপুর

১। **অগস্তি প্রদীপ** (জাতীয় কংগ্রেস)
২। **দেবশ্রী চৌধুরী** (বি জে পি)
৩। **মমতাজ সংঘমিতা**(তৃণমূল কংগ্রেস)
৪। **মহঃ হারুন** (বহুজন সমাজ পার্টি)
৫। **সেখ সাইদুল হক**(সি পি আই(এম))
৬। **ধনপতি দাস**(বহুজন মুক্তি পার্টি)
৭। **সুনীলকুমার পুরকাইত**(এস ইউ সি আই)
৮। **সারদা মনি সামন্ত** (নির্দল)

২৭৪ গলসি (তপঃ) বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থীরা

১। গৌরচন্দ্র মণ্ডল (তৃণমূল কংগ্রেস)
২। নন্দলাল পণ্ডিত (ফরোয়ার্ড ব্লক)
৩। সুন্দর পাসোয়ান (বি জে পি)
৪। স্বপন মালিক (জাতীয় কংগ্রেস)

বর্ধমান শহরের এলাকায় এলাকায় বামপ্রার্থী সাইদুল হকের প্রচার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ এপ্রিল : ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের আর মাত্র একপক্ষকাল বাকি। লালঝাণ্ডার ঝড়ো প্রচারে উদ্বেলিত মানুষের কণ্ঠে আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে জয়ী করার আওয়াজ উঠছে। এরই মধ্যে সি পি আই(এম) প্রার্থী সেখ সাইদুল হককে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি প্রচার ছিল তুঙ্গে। এদিন সকালে সি পি আই(এম)-এর ৩ নং লোকাল কমিটির অফিস থেকে বাম প্রার্থীকে নিয়ে শুরু হয় পরিক্রমা। উৎসব ময়দান, কোড়া পাড়া, শাঁখারিপুকুর হাউসিং, পিওনপাড়া, ভাতছালা হয়ে ৩নং লোকাল কমিটি অফিস প্রাঙ্গণে মিছিল শেষ হয়।

এদিন বিকালে বামপ্রার্থীকে নিয়ে আলমগঞ্জের হারাধনপল্লী থেকে প্রচার মিছিল শুরু হয়। বেড়, কলেজ মোড়, আলমগঞ্জ, শিবতলা, তেজগঞ্জ হয়ে হারাধন পল্লী প্রাঙ্গণে মিছিল শেষ হয়। বিকালে টিকরহাট ভক্ত সম্মেলনীর মাঠ থেকে প্রচার মিছিল শুরু হয়। টিকরহাট মহল্লা হয়ে টিকরহাট মাদ্রাসা, বাইপাস হয়ে জলকল মাঠে মিছিল শেষ হয়।

প্রার্থীর সঙ্গে বিভিন্ন মিছিলে ছিলেন আইনুল হক, তাপস সরকার, তরুণ রায়, দিলীপ দুবে, অরিন্দম মল্লিক, তরুণ রায়, তড়িৎ ঘোষ, শৌভিক চট্টরাজ, অশোক ব্যানার্জী, মৃদুল সেন, নজরুল ইসলাম, অপূর্ব চ্যাটার্জী, গৌরী ব্যানার্জী প্রমুখ।

বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খণ্ডঘোষে বামপ্রার্থী সুস্মিতা বাউড়ির সমর্থনে মিছিল

বর্ধমানে নাগরিকসভায় বামপ্রার্থী সাইদুল হককে জয়ী করার আহ্বান জানালেন মদন ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ এপ্রিল : বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের সি পি আই(এম) প্রার্থী সাইদুল হকের সমর্থনে আজ টাউনহলে এক নাগরিক সভার আয়োজন করা হয়। নাগরিকদের ব্যাপক উপস্থিতি টাউনহল ছাড়িয়ে সংলগ্ন মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন পুরপতি আইনুল হক। কর্মসূচি উল্লেখ করেন সি পি আই(এম) বর্ধমান সদর জোনাল সম্পাদক তাপস সরকার। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দেবেন লাহিড়ী, অশোক ব্যানার্জী, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, জহর মুখার্জী। প্রধান বক্তা ছিলেন মদন ঘোষ।

নাগরিকসভায় মদন ঘোষের বক্তব্য

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করছেন। মানুষের সমর্থন যত কমছে, ততই পুলিশ-প্রশাসনের উপর নির্ভরতা বাড়ছে। সেজন্যই পুলিশ সুপারকে বদলি করলে ওনার রাগ হচ্ছে। তার জন্যই বলছেন নির্বাচনের পর আবার তাদেরকে স্ব-সম্মানে ফিরিয়ে আনবেন। তাঁদের সে সম্মান থাকলে নিশ্চয়ই আর স্বপদে বহাল হবেন না। যখনই দেখছেন কর্মীরা হতোদ্যম হচ্ছে, জনসমর্থন কমছে, তখনই মানুষকে তাতিয়ে দিচ্ছেন। আর সেজন্যই তাঁর দলের হাতে নির্বাচন কমিশনের লোক মার খাচ্ছে। ১৬ মে'র পর সি পি আই (এম) -কে দেখে নেবার কথা বলছেন।

গণশক্তির থেকে বড় শক্তি আর কিছু নেই। গোটা পশ্চিমবাংলায় যে দমবন্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে মানুষ মুক্তি চান। মুক্তি চান মহিলারা। দরকার একটু সাহসী পদক্ষেপ। লোকসভা নির্বাচন আমাদের কাছে একটি ধাপ। মানুষকে অত্যাচারের মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া একজন কমিউনিস্টের কাজ নয়। ভীরুতা কমিউনিস্টের পরিচয় নয়। সকলকে নিয়ে নির্বাচনে লড়তে হবে। আমাদের ভুলত্রুটি শোধরালে মানুষ আবার ফিরে আসবে। মানুষ ভুল করে না। এটাই ইতিহাস। অতীতে এই বর্ধমানে শহরের মানুষ কোনোবার আমাদেরকে হারিয়েছে, আবার পরের বারে বিপুল ভোটে ফিরিয়ে এনেছে। বেশিরভাগ সময় আমাদেরকে জিতিয়েছে বর্ধমান শহরের মানুষ।

সারা দেশে লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের ডাক হলো নেতার পরিবর্তন নয়, নীতির পরিবর্তন। স্বাধীনতার পর থেকে নেতার পরিবর্তন হয়েছে, শোষণ, শাসনব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে আবার এক নেতাকে সামনে আনা হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে মোদী প্রধানমন্ত্রী হলেই দেশ তরতর করে এগিয়ে যাবে। মূল সমস্যা আর্থিক নীতি। যাকে সামনে আনতে চাইছে সেই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর গুজরাটে সি এ জি রিপোর্টে সমস্ত ক্ষেত্রে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। ওখানে দৈনিক মজুরি ১০৬ টাকা। দাঙ্গার ঘা এখন দগদগে। অন্যদিকে

—এরপর চারের পাতায়

দুর্গাপুরে সাইদুল হকের প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল : মাঠে-ময়দানের লড়াইয়ে নিত্যসঙ্গী সাংসদ সাইদুল হক দুর্গাপুরে কোনো অপরিচিত মুখ নয়। ইতিমধ্যেই তিনি দক্ষ সাংসদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। পরিবর্তনের জামানায় তৃণমূল সরকারের আমলে যখন দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে, তখন সংসদে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছেন সাইদুল হক। দুর্গাপুরের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিষয়ে রাজ্য সরকার মৌনীব্রত পালন করছে। এম এ এম সির পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস স্তব্ধ। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় আধুনিকীকরণ বাধাপ্রাপ্ত। এ্যালয় স্টিল

—এরপর তিনের পাতায়

টেট কেলেঙ্কারির তদন্ত ও এস. এস. সি-র চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে ৮ এপ্রিল বর্ধমানের কার্জনগেটে ছাত্র-যুবদের পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ।

হিন্দুস্তান কেবলস্ থেকে কয়লাখনি সংসদে চান বংশগোপাল চৌধুরীকেই

বিশেষ সংবাদদাতা : খনির নাম বনজেমারী, নোটিশ ঝুলল বন্ধ করার। তাহলে কি বনজেমারীর ভবিষ্যতও পাশের ডালমিয়া খনির মতো হবে। পাঁচ বছর আগে মাটির তলায় কয়লা থাকা সত্ত্বেও বন্ধ করা হয়েছিল ডালমিয়া খনি। এখন তা এক জঙ্গলে ঘেরা পরিত্যক্ত খাদানে পরিণত হয়েছে। জনপ্রাণী নেই আশপাশে। বনজেয়ারীর একইরকম ছবিটা কল্পনায় আসতেই জোট বাঁধলেন শ্রমিক কর্মচারীরা। খাদানকর্মী থেকে অফিসবাবু। সি আই টি ইউ থেকে আই এন টি ইউ সি এক সাথে হল সবকটা ইউনিয়ন। ছুটে এলেন বংশোগোপাল চৌধুরী। প্রতিবাদ জানানো হল খনি বন্ধের। একইরকমভাবে দু'বছর আগে ই সি এল লাভ লোকসানের নামে খাঁড়া ঝুলিয়েছিল সালানপুর থেকে রানিগঞ্জ ৬৪টি কয়লা খনির ওপর। সি আই টি ইউ-র নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল আন্দোলন। সেই আন্দোলন সংসদ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন বংশগোপাল চৌধুরী সহ বামসাংসদরা। বনজেমারীর মানুষ দু'বছর আগের স্মৃতি

ফিঁকে হতে দেননি। নির্বাচন ঘোষণার পর আবারও তাঁরা বংশগোপাল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরলেন শ্রমিক মহল্লা। খনি অঞ্চলের মানুষ আবারও দেখতে চান খনি শ্রমিক নেতা বংশগোপাল চৌধুরীকে দিল্লির সংসদে।

সামন্তির খনি এলাকার সংগ্রামের গৃহবধূকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে তৃণমূল দুষ্কৃতী। শালানপুর থানায় দায়ের হল অভিযোগ। পুলিশ নিস্ক্রিয়। শেষে মহিলারা ঘেরাও করলেন থানা। ৯দিন পর পুলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় দুষ্কৃতীকে। অথচ আছড়ার মাঠে চিত্রতারকা সাংসদকে নিয়ে নির্বাচনী সভায় এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বললেন তাঁর রাজ্যে মেয়েরা ভাল আছে। দু'বছর আগে রূপনারায়ণপুরের নজরুল শতবর্ষ পলিটেকনিকের ছাত্রী তৃণমূল ছাত্র

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১৪ এপ্রিল, ২০১৪

৩৪ মাসের শাসন

গত ৩৪ মাসের শাসনে তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়াগুলিকেই বাতিল করে দিয়েছে। সমস্ত সংস্থা, সরকারি আধা সরকারি যাই হোক না কেন, সবগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। স্কুলসার্ভিস কমিশন তৈরি হয়েছিল সুষ্ঠুভাবে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালানোর জন্য। সেটাকে বানচাল করে লক্ষ লক্ষ বেকারের জ্বালা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি সহ-সচিব প্রেস কনফারেন্সে বলে দিয়েছেন যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করে কীভাবে অযোগ্যদের চাকুরি দেওয়া হয়েছে।

সারদা কেলেঙ্কারির প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার কোনো হিসাব নেই। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে জেতার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সরকারি কোষাগারের টাকা থেকে এখন কিছু গ্রাহককে টাকা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আরো অসংখ্য চিটফাণ্ড চলছে শাসকদের মদতে। কুনাল ঘোষ জেলে আছেন, তাকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না, কারণ মুখ খুললেই বেরিয়ে পড়বে সততার চপ্পল। ইতিমধ্যে ফ্লেক্সের গা থেকে 'সততার প্রতীক' কথাটি মুছে গেছে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ সংস্থা। এরাই গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াটা চালান। এই কমিশনকেও পরোয়া করছেন না তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অনুগামীরা কমিশনের লোকদের মারধোর করছে—কোনো সাংবিধানিক কাজ করতে দিচ্ছে না। শাসানি, নির্বাচনের পর দেখে নেবো। ঘিরে আছে অনুব্রত, আরাবুল, এরা এরা এরা।

কোনো স্থানীয় কর্মীকে লোকসভা নির্বাচনে দাড় করাননি তৃণমূল সুপ্রিমো। গায়ক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বা বাইরের লোকদের প্রার্থী করেছেন। স্থানীয় কর্মীরা সারা বছর খাটবেন আর প্রার্থী হবার দৌড়ে তারা নেই। সমস্ত মিডিয়ার উপর তিনি খেপে গেছেন।

গোটা দেশে প্রতিদিনই নারী নির্যাতন চলছে। পার্কস্ট্রিট থেকে কামদুনি মধ্যমগ্রাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার দলের ছোট ছোট ছেলেদের কাজ। এ কাজে তার প্রশ্রয়ও আছে, নইলে মাঝরাত্রে থানা থেকে মস্তান ছাড়াতে বিশ্বের কোনো মুখ্যমন্ত্রী যান না।

হাজার হাজার ছেলে গলায় কার্ড ঝুলিয়ে পুলিশ হয়েছে। এদেরকে ভাওতা দেওয়া হচ্ছে। ক'মাস কাজ করিয়ে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিমানে হেলিকপ্টারে চড়ে নির্বাচনী প্রচার করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

মানুষ সর্বশক্তিমান। মানুষই শেষ কথা বলবেন। ঘাসফুল জমি থেকে নিড়ানো একান্ত জরুরি, নইলে সমস্ত ফসলই নষ্ট হয়ে যাবে।

চৈত্র সেলের বিদায়

বিশেষ সংবাদদাতা : চৈত্র দিনের শেষ বেলাতে বর্ধমান শহরে বি সি রোডে ছিল লোকে লোকারণ্য। গভীর রাত পর্যন্ত দোকানপাট ছিল খোলা। রাস্তায় জানজট। পক্ষকাল থেকেই চলেছ চৈত্র সেল বি সি রোডে। এদিন ছিল সমাপ্তি, রাত পর্যন্ত চলল 'রিডাকশন সেল', বেচাকেনার উন্মাদনা। শহরে যতগুলো জামাকাপড়ের দোকান ছিল সবকটিতে মানুষের ভিড়। ভিড় ফুটপাতেও। ব্যতিক্রম শহরের ব্রাণ্ডেড দোকানগুলো। ঐসব ব্রাণ্ডেড দোকানে ভিড় চোখে পড়েনি তেমন। শুধু জামাকাপড়ই নয় প্লাস্টিকের জিনিস বাসনকোসন, গৃহস্থলীর অন্য সব সরঞ্জাম বিক্রি হয়েছে দেদার। সন্ধ্যায় বি সি রোডের ফুটপাতে ঢেলে বিক্রি করা হয়েছে খাতাকলম। এখানে ছিল স্কুল পড়ুয়াদের ভিড়। শহরের প্রায় সবকটি রেস্তোরাঁর বাইরে ছিল কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের ভিড়। রাস্তার পাশে বসা ফাস্টফুডের দোকানগুলো ছিল ব্যস্ত। মিষ্টির দোকানগুলোতে রাত বাড়তেই ব্যস্ততা তুঙ্গে। কারণ যা মিষ্টি ছিল সন্ধ্যার মধ্যেই প্রায় শেষ। রাত ফুরোলেই পয়লা বৈশাখ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতের নির্বাচন কমিশন কে নিয়োগ করেন? দেশে কবে থেকে তিনজন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন? তাঁরা কে কে ছিলেন? তখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?
২. ভারতে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের পর মেয়াদকাল কত বছর? কত বয়স পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার থাকা যায়?
৩. ভারতের নির্বাচন কমিশন কোন কোন নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন ও পরিচালনা করেন?
৪. ভারতে পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন কবে শুরু হয়? এ দিন কতগুলি কেন্দ্রে একসঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? এদিন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কতজনের মৃত্যু ঘটেছিল?
৫. কোন সালে কততম সংবিধান সংশোধন করে লোকসভার সদস্য সংখ্যা কত থেকে বাড়িয়ে কত করা হয়েছিল?
৬. কোন সালে কততম সংবিধান সংশোধন করে লোকসভার মেয়াদ ৫ বছরের জায়গায় ৬ বছর করা হয়েছিল?
৭. কোন সালে কততম সংবিধান সংশোধন করে লোকসভার মেয়াদ আবার ৫ বছরে ফিরিয়ে আনা হয়?
৮. কোন সালে কততম সংবিধান সংশোধন করে ভোটদাতার বয়ঃসীমা ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়? এই আইন কবে থেকে প্রয়োগ শুরু হয়?
৯. নেপালে প্রথম নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়? কত শতাংশ ভোট পড়েছিল?
১০. সিপাহী বিদ্রোহের অগ্রণী সৈনিক মঙ্গল পান্ডেকে কবে কোথায় ফাঁসি দেওয়া হয়?
১১. জার্জিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১২. কমিউনিস্ট নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী, সাংসদ মহবুব জাহেদী কবে কোথায় প্রয়াত হন? তাঁর জন্ম কবে কোথায় হয়েছিল? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়

বৈশম্পায়ন উবাচ

চিরন্তন বাচস্পতি

সম্প্রতি মুম্বাই ন্যায়ালয় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আদেশদান করিয়াছেন। জনৈকা মহিলা সাংবাদিক ও অপর এক মহিলাকর্মীকে কতিপয় দুষ্কৃতী পুনঃ পুনঃ বলপ্রয়োগপূর্বক তাহাদের নারীসত্তাকে ছিন্নভিন্ন, বিমর্দিত করিয়াছিল। মহামান্য ন্যায়ালয় ৩ জন দুষ্কৃতীর প্রাণদণ্ডের এবং ১ জনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। উল্লেখ থাকে যে এতদ্ বিষয়ক পূর্ববর্তী বিধান সংশোধিত হইবার ফলে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, তথাকার আরক্ষাবাহিনী সংশ্লিষ্ট দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অতি অল্প সময়েই প্রামাণ্য নথিসহ প্রকৃত ঘটনাকে ন্যায়ালয়ের গোচরীভূত করিয়াছে।

মহর্ষি কহিলেন—প্রশাসনিক স্তরে যে দৃঢ় পক্ষপাতহীন আচরণ কাঙ্ক্ষিত, তাহা অধুনা সুদূর পরাহত। এমতাবস্থায় সকল অন্যায় এবং অধর্মের বিরুদ্ধে মুম্বই ন্যায়ালয় যে সমুচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অপরাপর রাজ্যগুলিতে অনুসৃত হউক।

বিদুর কহিলেন—কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে, বিশেষ করিয়া বঙ্গপ্রদেশে প্রশাসন তাহার আরক্ষা বাহিনীকে দলদাস করিবার ফলে তথাকার মানুষ সুবিচার পাইতেছেন না। অদ্যাবধি, কাটোয়া, খরজুনা, কামদুনি, পার্কস্ট্রিট, মধ্যমগ্রাম, নবাবহাট, বারাসাত, সাত্রাগাছি, আমতা, লাভপুর সহ বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল নারীলাঞ্ছনা, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, আরক্ষাকর্তা ও তাহাদিগের অধস্তন যাহারা, তাহারা দলীয় নির্দেশে ন্যায়ালয়ে কোনও প্রকার প্রামাণ্য নথিসহ প্রকৃত অপরাধের অভিযোগ উপস্থাপিত করে নাই। এমতাবস্থায়, তথাকার ন্যায়ালয়ের পক্ষ হইতে প্রশাসন এবং আরক্ষা বাহিনির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করা হইতেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আদালত স্বতস্ফূর্তভাবেই বিচারাধীন বিষয়রূপে দ্রুত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পুত্তলিকার চক্ষু থাকিলেও দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিলেও শুনিতে পায় না, হস্তাপদাদি থাকিলেও চলিতে পারে না। এইরূপ পুত্তলিকা সদৃশ প্রশাসন এবং তাহার অনুগত চর-অনুচরেরা বঙ্গপ্রদেশের নারীজাতিকে এক কুৎসিত, দানবীয় আক্রমণে নিয়তই ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। ইহার প্রতিকার কোথায়?

জনৈক ব্যবহারজীবী মন্তব্য করিলেন—এলাহাবাদ উচ্চ-ন্যায়ালয়ের প্রখ্যাত এক বিচারক বলিয়াছিলেন যে ভারতীয় পুলিশবাহিনী একটি আইনসিদ্ধভাবে সংগঠিত গুণ্ডাদলে পরিণত হইয়াছে। কারণে, অকারণে যত্রতত্র নির্বিচার আক্রমণ চালাইয়া নিরীহ জনগণের জীবন যাহারা অতিষ্ঠ করিয়া তুলে, যাহারা অভিযুক্তদের লালন করিয়া, আক্রান্ত, রক্তাক্ত অভিযোগকারীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাইয়া দেয়, সেক্ষেত্রে এই সকল আইনশৃঙ্খলার রক্ষকগণ কার্যত ভক্ষকরূপেই চিহ্নিত হইয়া থাকেন। তথাপি সৎ, বিবেকবান এবং নিরপেক্ষ বেশ কিছু আরক্ষা-আধিকারিক এবং অধস্তন কর্মীরা অদ্যাপি নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। সুতরাং বিলম্বিত হইলেও ন্যায়বিচার অবশ্যই সম্ভব হইবে। তথাপি একটি কথা আছে—'Justice delayed, justice denied' বিচার চলিতে চলিতে অভিযুক্তদিগের বিরুদ্ধে প্রামাণ্য নথিসমূহ অন্তর্হিত হইবে। ইতোমধ্যে অভিযোগ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পরমায়ুও অবসিত হইতে পারে। তখন কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে—'কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে?'

সঞ্জয় তদনন্তর তাঁহার সন্দেশবাহকদিগকে উপযুক্ত তথ্যাদি পরিবেশ করিতে নির্দেশ দিলেন। এই বার্তাবাহীগণের মধ্যে জনৈক সুরসিক গায়ক ও কবিত্বের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কবিতার ছন্দেই বঙ্গপ্রদেশের বার্তা নিবেদন করিলেন।

''ভোট প্রচারে রমরমিয়ে উড়ছে এক কপ্টার,
বিষের বাঁশি বাজিয়ে যে তাই দেশটা হল ছারখার।
ভিটে গেছে, মাটি গেছে, কারখানা সব বন্ধ
শিলা পুঁতেই কম্মো কাবার, দেশের কপাল মন্দ।
এস. এস. সি তে পাশ করেছে, চাকরি মেলে না,
কর্তাগণের স্বজনপোষণ, এমন তারা সেয়ানা!
স্কুল কলেজে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে যারা,
'দামাল এবং দুষ্টু ছেলে'!— আমার পাশে দাঁড়া,
বেশ করেছিস্, খুন করেছিস্, এসব ছোট্ট ব্যাপার!
গণতন্ত্র করলে খতম, মিলবে তোদের খাবার।
নট-নটীকে, খেলুড়েকে জিতিয়ে আনার দায়
তোদের ওপর দিচ্ছি আমি, লোকে সেটাই চায়।
নিন্দুকেরা বলছে নাকি কর্পোরেটের টাকা
এই ভোটেতে পাচ্ছি আমি, রাজকোষ তো ফাঁকা!
কাঁচকলাটা করবে আমার ভোটের কমিশন!
বাইক চড়ে কর না ধাওয়া, সঙ্গে প্রশাসন।
হাজার-কিসিম রঙ্গরসে দিচ্ছে মদৎ ফান্ড্,
জয়ধ্বনির আওয়াজ তুলে বাজুক আমার ব্যান্ড।
আমার দলের প্রার্থী ছাড়া জিতবে না আর কেউ,
এসব শুনে নাচছে যতেক শ্মশানকালীর ফেউ।''

এইরূপ ছড়াজাতীয় বার্তা শ্রবণ করিয়া সকলেই বঙ্গপ্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইলেন।

মহর্ষি কহিলেন— কিন্তু, এমতাবস্থায় জনগণ কি মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিবে! আমরা জানি, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। অতীতে বঙ্গপ্রদেশে একটি শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশের কথা আমরা জানি। অনেক অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে, জরুরি অবস্থা জারি করিয়া গণতন্ত্রের ওপর খড়্গাঘাত করার বিরুদ্ধে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গের জনাদেশ শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে জাগ্রত বিবেকের পরিচয় দিয়াছিল। দানবীয় শক্তি শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হইতে পারে না।

মহর্ষির এই বক্তব্য শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ আশ্বস্ত বোধ করিলেও আশঙ্কার পুঞ্জীভূত মেঘ যেন বিদূরিত হইতে চাহিতেছে না। বঙ্গের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। শাসককুলের বিরোধী যাহারা, তাহারা সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিতে পারিতেছে না। যে সকল অধঃপতিত লুম্পেনরা এই বঙ্গে শ্মশান এবং গোরস্থানের আয়োজন করিতেছে, সেই সকল দুর্বৃত্তরা কি লোকসভা নির্বাচনকেও বিগত পঞ্চায়েত, পুরসভার নির্বাচনের ন্যায় প্রহসনে পর্যবসিত করিবে? কেন্দ্রীয় নির্বাচন আয়োগের অনেক ঘোষিত আচরণবিধিকে লঙ্ঘন করিয়া বর্তমান শাসকমণ্ডলী বঙ্গীয় সংস্কৃতি এবং শিষ্টাচারকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করিতেছে।

জনৈক রাজনৈতিক বিশ্লেষক কহিলেন—অতীতে গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জার্মানির সর্বাধিনায়ক হিটলার নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছিলেন। হিটলার-মুসোলিনির কবন্ধ প্রেতেরা নয়া নাৎসিবাদ এবং ফ্যাসিবাদের পুনরাবর্তন ঘটাইতে চায়। একদিকে দেশি-বিদেশি ধনকুবেরদের বদান্যতায় দাঙ্গাবাজ মোদীর জয়ঢাক বাজিতেছে, অন্যদিকে বিকৃত তথ্য, সমীক্ষা এবং ক্রীতদাস কতিপয় প্রচারকের মিথ্যাচারের বন্যায় মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া, বঙ্গেশ্বরী বন্দনায় 'দিল্লিশ্বরী জগদীশ্বরী বা' মন্ত্র উচ্চারণ শুনিতেছি।

কর্তিতওষ্ঠ (চলিত বাংলায় যাহাকে 'ঠোঁটকাটা' বলা হয়) জনৈক বেরসিক ব্যক্তি বলিলেন—৩৪ বৎসরের বাম-শাসনে যে উন্নয়ন হইয়াছিল, সেগুলিকে সাদা এবং নীল রঙ মাখাইয়া নিজেদের কীর্তি বলিয়া সাড়ম্বরে ঘোষণা করিতেছে—অর্থদাস দলদাস প্রচারকেরা আকাশে দেবীমহিমার ফানুস উড়াইয়াছেন। আসলে এই শাসকেরা বঙ্গীয় প্রবাদবাক্য 'তৈরি ছেলের বাপ' হইতে চায়। কিন্তু মানুষ, অবশ্যই ৩ বৎসরের কুশাসনে অতিষ্ঠ মানুষ এই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন করিবেন।

পরিশেষে সকলের অনুরোধে উদাত্ত কণ্ঠে একজন সঙ্গীত শিল্পী গাহিলেন—

জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়!
পূর্ব দিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময়।
এসো অপরাজিত বাণী অসত্য হানি—
অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়।
এসো নবজাগ্রত প্রাণ, চিরযৌবন জয়গান!
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা জড়ত্বনাশা—
ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়।'

মহর্ষি কহিলেন—কবি রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব সঙ্গীত আমাদিগের পাথেয় হউক। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া, ক্রন্দন করা বিধেয় নয়। সুতরাং, 'ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়' এই চিন্তা এবং বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইবার আহ্বান করিতেছি। মা ভৈঃ।

লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, বর্ধমান জেলা কমিটির আহ্বান

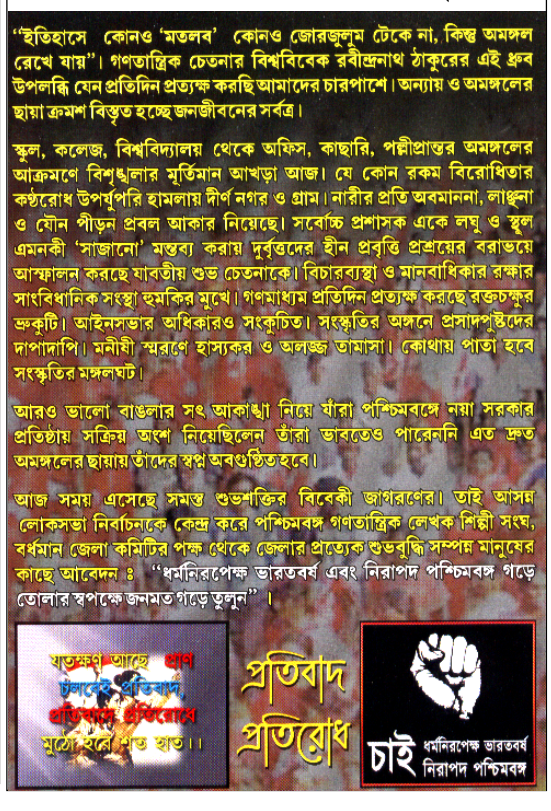

অল্প হইল

ঘরে ফেরার কাব্যকথা

দেবেশ ঠাকুর

কাব্য সমালোচনা : গরাদ গরাদ

১৭ ফাল্গুন, ১৪২০-র দেশ-এ জয় গোস্বামীর পঁচিশটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। পঁচিশটা! শীর্ষক ‘গরাদ, গরাদ’। কবিতাগুলির ছন্দপ্রকরণ মিল বিন্যাস—এইসব কৃৎকৌশল নিয়ে কিছু বলবো না। জয়ের নিজস্ব একটা ঘরানা আছে। অনুভূতি ও সহজপাচ্য রূপকল্পের ব্যবহার তাঁকে সমকালীন বাংলা কবিতায় একটা ক্ষেত্র দিয়েছে। তাঁর গদ্য (মূলত : ‘গোঁসাই বাগান’) বেশ পদ্যমন। গরাদ সিরিজের কবিতাগুলিতে একটি স্বতঃস্ফূর্ত পরিতাপ, অনুশোচনা এবং কোথাও সিদ্ধান্তহীনতার যন্ত্রণা বিরাজিত। স্বাভাবিক বিকাশ ‘বিষনদী তে’। ‘গরাদ গরাদ’ পড়ার পর মনে হচ্ছে, কবি আর পারছেন না— ‘প্রাণপণে দেহ ঝাঁকাচ্ছে কেবলই / লাফাচ্ছেও বাঁচার চেষ্টায়। / কিন্তু ফেলতে পারছে না / ... তুমি, নারী, খাড়া আছ পিঠে / ঘাড় কামড়ে, ধর্ষকনগর ... (অরণ্যে) অথবা ‘কেউ বলবে : ‘ও তো তৃণমূলভুক্ত। কারও মত : ‘সংবাদপত্রই / নিঃশেষে খেয়েছে ওকে। ও তো চিরকালই ছিল / বড় কাগজের গুপ্তচর ...’ (নিয়তি) বা ‘কবি হতে চেয়েছিলে, / জীবন কাটিয়ে দিলে নপুংসক হয়ে।’ (বারবার তিনবার)। জয়ের ‘তৃণমূলভুক্ত’ বা তৃণমূলভক্ত হওয়ার পিছনে আপত্তি যেমন নেই, ‘কী যেন সুখাদ্য ঝুলছে / দেখে, গিলে ফেলার পরেই / কিছু একটা বিঁধল বুঝতে পেরে’ সুতো-বঁড়শি ছেড়ে বেরিয়ে আসার ব্যাকুলতায় কোনো অনুযোগ নেই। আসলে যে ‘নিজেকে বিক্রি করেছিল’ তার এখন ‘গরাদে গরাদে গিয়ে মাথাঠোকা একমাত্র কাজ’ কারণ এই ‘কোঠাবাড়ি থেকে / বেরোতে পারবে না তুমি আর।’ জয় নিশ্চিত বুঝতে পারছেন, স্বৈরতন্ত্র মানে, প্রথমে এসো এসো গর্তে এসো বাস করে যাও চারটি দিন—এমত মধুর আহ্বান। তারপরেই ভয়ঙ্কর নখ-দাঁত বার করে ‘উনি’ কুমিরের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে তার সৃষ্টিকে আখপেষা কলে পাঠিয়ে দেবেন। কারণ ফ্যাসিস্ট জানে তাঁর থেকে বড়ো সৃষ্টিধর্মী কেউ নেই। কাউকে রাখাও যায় না। তাই তাঁকে ‘জিজ্ঞাসা কোরোনা কিছু। মুখ বন্ধ রাখো। / পছন্দ করেন না উনি। / উনি। উনি। উনি।’ একজন ফ্যাসিস্ট। ওনার একটা মুখ। মুখোস অনেক।

সুবোধ-মল্লিকা স্কোয়ার

যে সত্য জয়ের উপলব্ধিতে প্রকাশ পেল ‘ক্ষমতার কাছাকাছি চলে গিয়ে দেখেছি ক্ষমতা সর্বদাই / উপরে উপরদিকে উঠে যেতে চায়—তার কলে / আসলে সে নামে —নামা ছাড়া / তার আর কোনও গতি নেই ... (গতি), সেই সত্য সু-বোধের অভাবে ব্যতিক্রমী। আমার এক বান্ধবী পর পর তিনবার বিবাহবিচ্ছেদ করে আত্মসমর্থনে বলেছিল, ‘কী করব। ওদের নিয়ে পোষাচ্ছে না। তাই ...’। ভাললাগা মন্দলাগা কারও অনুগত নয়। সমাজ-সংসার উপাধি মাত্র। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হতে গিয়ে যদি কেউ (অপ) যুক্তি দিতে থাকে, তখন হজম করা কঠিন হয়ে যায়। চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। তখন সে মেয়েদের বাথরুমে ঢুকে ধরা পড়ে ইতিউতি কৈফিয়ৎ দেয়। কৈফিয়তের ভাষা যেমন ক্লিশে তেমনি ব্যবহৃত হতে হতে শুওরের মাংসের মতন। তোমার চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের অস্থিরতা, আঙুলের ইতিউতি দেখে মনে হচ্ছিল, তুমি বড়ো কষ্টে দ্বিধায় ভেঙেচুরে যাচ্ছিলে। কশাইখানাগামী ছাগদল ভাবে, বাঃ আমরা এখন যূথবদ্ধ আছি। একটি একটি করে কশাই-এর হাতে ছিন্ন হতে হতে গুণতে থাকে জীব আরও দশ পাঁচ চার তিন—অবশেষে একা। অপুষ্ট অচল ব্রাত্য। তুমি রইলে কালকের জন্যে। কথা মানবী দুর্যোগের দিনে শমীবৃক্ষে একটি একটি করে শস্ত্র সাজিয়েছিল। তূণ ভল্ল বর্ম তোমার। একটা একটা করে বেচতে বেচতে শেষে গাছটাই বেচে দিলে সুবোধ বালক! ক্ষমতার কাছাকাছি তুলে পাথর-চুড়ায় বসিয়ে যখন পাথরটাকে গড়িয়ে ফেলা হবে, তখন তোমাকে ধরার জন্য কোনো গাছ থাকবে না।

নিচে এক ভয়ঙ্কর রৌরব।

কর্মক্ষেত্রে নৈরাজ্য

সমীরণ রায়

বিগত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যবাসীকে প্রতিশ্রুতির সাগরে ভাসিয়ে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতাসীন হয় ‘বদলের সরকার’। ৩৪ মাস সময়কালেই এই সরকারের জিঘাংসার মনোভাব রাজ্যের মেহনতি মানুষের কাছে ধরা পড়ে গেছে। শাসকদল, তার তাঁবেদার কিছু বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া ছাড়া প্রায় সকলেরই মনোভাব রাজ্যে গণতন্ত্র আক্রান্ত। প্রতিবাদ করলেই আক্রমণ। সর্বত্র চলছে নৈরাজ্য।

কর্মজীবী, মেহনতি মানুষেরা এই সময়ে কর্মক্ষেত্রে যে ব্যাপক নৈরাজ্য লক্ষ্য করছেন তার সাথে পূর্বের বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালের অভিজ্ঞতার ব্যাপক ফারাক ধরা পড়ছে। কী সেই ফারাক?

কর্মচারীদের জীবনে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে এসেছিল বিপুল পরিবর্তন। কংগ্রেস সরকারের সময়ে লাগু হওয়া কুখ্যাত আইনগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। বরখাস্ত কর্মচারীদের পুনর্বহাল, ব্রিটিশ আমলের সার্ভিস কান্ডাক্ট রুলস বাতিল করে ‘ডিউটি রাইটস এন্ড অবলিগেশন’— নামে নতুন অধিকার প্রদান করা, কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সহ ধর্মঘটের অধিকার প্রদান করা, রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের জন্য বিশেষ ছুটি মঞ্জুর করা, লাখে লাখে কর্মচারী নিয়োগ করা, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, একের পর এক বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরা করা, মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকুরির ব্যবস্থা করা, হেলথ্স্কিম, ই-সেলারি, ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম চালু, অবসরের দিন পেনসন প্রদান, ২০ বছর চাকুরি হলেই পূর্ণ পেনসন প্রদান, পেনসন ও পারিবারিক পেনসন ব্যবস্থার সবলীকরণ, বোনাস সহ অবসরপ্রাপ্তদের জন্য অনুদান প্রদান, মাতৃত্বকালীন ছুটি, অর্জিত ছুটি জমা রাখার পরিমাণ বৃদ্ধি, নিয়মিত কেন্দ্রীয় হারে বছরে অন্তত দুই কিস্তি মহার্ঘভাতা প্রদান, এল. টি. সি, গৃহনির্মাণ ঋণ, গাড়ি ও কম্পুটার ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান, বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পদের বেতন স্কেল বৃদ্ধি, পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি, নতুন পদ সৃষ্টি, প্রাথমিক-মাধ্যমিক মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ, পৌরসভার কর্মী নিয়োগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির জন্য সার্ভিস কমিশন গঠন ইত্যাদি সহ কর্মচারীদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

আলোচ্য সময়কালে রাজ্য প্রশাসনে যে নৈরাজ্য চলছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবতার কত অমিল।

সরকারি দপ্তরগুলিতে শূন্যপদ পূরণে সরকার অনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় আনুগত্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে পি এস সি তে উত্তীর্ণ প্যানেলভুক্ত বেকার যুবক-যুবতীকে নিয়োগপত্র না দিয়ে চুক্তি প্রথায় নিয়োগ, পুনর্নিয়োগ, পি. এস সি তে উত্তীর্ণ প্যানেলভুক্ত বেকার যুবক-যুবতীকে নিয়োগপত্র না দিয়ে চুক্তি প্রথায় নিয়োগ, পুনর্নিয়োগ, পি. এস. সি-র বদলে স্টাফ সিলেকশন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার সম্প্রতি রাজ্য প্রশাসনে কয়েকটি ক্যাডারের সার্ভিস রুল পরিবর্তন করেছে। একাধিক আদেশনামার মাধ্যমে রাজ্য সরকার সেক্রেটারিয়েট কমন ক্যাডারের যেকোনো কর্মচারীকে তার সম্মতি ছাড়াই, বদলি, ডেপুটেশনে যে-কোনো অফিস বা জায়গায় যুক্ত বা বিযুক্ত করতে পারবে।

নিয়োগের ক্ষেত্রে তিন বছরের মাথায় স্থায়ী করার যে নিয়ম ছিল তাকে পরিবর্তন করে ‘অ্যাপয়েন্টমেন্ট-প্রবেশন-কনফারমেশন রুল ২০১৩’ চালু করা হয়েছে। চাকুরি স্থায়ীকরণের প্রশ্নে গ্রুপ সি পদের কর্মচারীদের প্রতিবছর পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হবে। এই সময়কালে তাঁরা মহার্ঘভাতা, বাড়িভাতা পাবেন না। তিন বছরের প্রতিটি পরীক্ষায় পাস করতে না পারলে আর একবার সুযোগ তাকে দেওয়া হবে, তাতেও না পাস করতে পারলে তাকে ছাঁটাই করা হবে। মৃতের পোষ্যের চাকরির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য, যদিও গত তিন বছরে মৃতের পোষ্যদের কোনও চাকরি হয়নি।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে উদ্বৃত্ত খোঁজার লক্ষ্যে গত ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে মুখ্যসচিব স্বাক্ষরিত একটি সার্কুলারে জানানো হয়েছে যে ভূমি রাজস্ব কমিশনারের নেতৃত্বে অর্থ, বিদ্যুৎ ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবদের নিয়ে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির কাজ হচ্ছে লাভজনকভাবে যাঁরা কাজে জড়িত থাকছে না, তাদের উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা।’

পূর্ত, পূর্ত (সড়ক), পূর্ত (নির্মাণ পর্ষদ) অধিকারের পুনর্গঠনের নামে কয়েকটি অফিসকে জলপাইগুড়ি থেকে মালদা, কলকাতা থেকে হুগলি ও পুরুলিয়া, হরিনঘাটা থেকে নদীয়া মালদা ও বালুরঘাটে (দঃ দিনাজপুর) স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেধার ভিত্তিতে চাকুরি বর্তমানে প্রায় অসম্ভব। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু ঘটনা এই আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করেছে। যেমন কৃষিদপ্তরে চুক্তিপ্রথায় ‘গ্রুপ ডি’ পদে নিয়োগ হয়েছে শাসক দলের সর্বোচ্চ নেতা-নেত্রীদের সুপারিশে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসকদলের দপ্তরে মেরিট লিস্ট তৈরি হয়েছে বলে নিজ মুখে জানিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রধান। ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর সাথে প্রতারণা করেছেন সরকার। লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে না, অল্প কিছু অবসরপ্রাপ্ত থেকে পুনর্নিয়োগ করা হচ্ছে। আলোচ্য সময়কালে কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক দাবি, বকেয়া, মহার্ঘভাতা প্রদান প্রসঙ্গ চূড়ান্তভাবে অবহেলিত। মহার্ঘভাতা কারো দয়ার দান নয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বর্তমান মহার্ঘভাতার অবস্থান কী? বকেয়া ৪২ শতাংশ। একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী প্রতিমাসে ২,৭৭২ টাকা বা বছরে ৩৩,২৬৪ টাকা এবং একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী প্রতিমাসে ৩,৬৯৬ টাকা বা বছরে ৪৪,৩৫২ টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এইভাবে প্রতিমাসে কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা না দিয়ে সরকার ১,৪০০ কোটি টাকা অত্মসাৎ করে চলেছে। কর্মচারীদের অনটন বাড়ছে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অপব্যয়ের নজির : সারা বছর ধরে বিভিন্ন মেলা উৎসব করা, বিভিন্ন ক্লাবকে অর্থ প্রদান, বিভিন্ন বুদ্ধিজীবা-শিল্পীদের দামি উপহার প্রদান। রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যরা নিজেরাই নিজেদের বিভিন্ন ভাতা ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি করে নিয়েছেন।

- শাসকদলের বিধায়কদের মধ্যে ৭০ জনকে কোনো না কোনোভাবে মন্ত্রী করা হয়েছে যার মধ্যে ২৭ জনকে পরিষদীয় সচিব পদে বসানো হয়েছে।

৪ সারদা চিটফাণ্ডে প্রতারিত ৯২৯ জনকে ৪৯,৫৮,৬০০ টাকা (যা রাজ্যবাসীর টাকা) প্রদান অনুষ্ঠানের জন্য খরচ করা হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে জলসার আসরে খরচ করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা।

- মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘর সাজানোর জন্য ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। সম্প্রতি মহাকরণ থেকে নবান্নে সচিবালয় স্থানান্তর করে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী-আমলাদের ঘর সাজিয়ে তোলার জন্য বিপুল ব্যয় বহন করা হয়েছে।
- মুখ্যমন্ত্রীর সফরের জন্য হেলিকপ্টার ভাড়া বাবদ সরকারের ব্যয় হয় (মাসে ৪০ ঘন্টার জন্য) ৫০ লক্ষ টাকা।
- তথাকথিত উন্নয়নের বিজ্ঞাপনের জন্য চিটফাণ্ডের টাকায় পরিচালিত সহ অন্যান্য বশংবদ খবরের কাগজে ছবি সহ প্রচারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- রাজ্যে ঋণের পরিমাণ দ্রুত গতিতে বাড়ছে। ‘মে’ ২০১১ সালে রাজ্যের ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা, আর মার্চ ২০১৪ সালে এই ঋণ দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত ৩৪ মাসে ৫৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে সরকার। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশের মধ্যে শীর্ষে।

দুর্নীতি চলছে লাগামহীন ভাবে। গত ৩৪ মাসেই রাজ্যে সততার অন্তর্জলি অন্যদিকে দুর্নীতি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

- সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কলকাতা পৌরসভা এলাকাতে ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ বসাতে ২৭ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।
- সারদা চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারিতে সর্বস্বান্ত হয়েছে ১৮ লক্ষ পরিবার। এই দুর্নীতির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সহ শাসকদলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বরা যুক্ত বলে শাসকদলেরই এক সাংসদ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। এই কেলেঙ্কারির প্রতিবাদ করায় বিধানসভায় শাসকদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন বামপন্থী বিধায়করা।
- শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের শতাধিক কোটি টাকার দুর্নীতি।
- স্কুলসার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি।
- কলকাতা শহর সাজানোর জন্য নীল সাদা রঙ ক্রয় করার জন্য দুর্নীতি।
- কলকাতা কর্পোরেশনে শিশুদের খাবারে চুরির ঘটনায় দেড় কোটি টাকা দুর্নীতি।
- কলকাতা ট্রাম কোম্পানির ৬টি ডিপোর প্রায় ৪০০ কাঠা জমি বেসরকারি সংস্থাকে জলের দরে পাইয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি।
- ২০১১ সালে দুর্যোগ কবলিত এলাকায় গমবীজ সরবরাহে বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছিল, এ কথা স্বীকার করেছেন রাজ্যের তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী।
- কলকাতা কর্পোরেশনের গাড়ির জ্বালানি তেলের খরচে ৫০ লক্ষ টাকার কেলেঙ্কারি।

বিগত বিধানসভা পঞ্চায়েত, পৌরসভা নির্বাচনগুলির পর রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের উপর আর্থিক জরিমানা করা, দৈহিক আক্রমণ, গৃহচ্যুত ও এলাকাছাড়া করা, হয়রানি-প্রতিহিংসা মূলক বদলি করা প্রভৃতি বিভিন্নরকম আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য বেতন কাটা হয়েছে, ১ দিনের চাকুরিকাল কেটে দেওয়া হয়েছে, প্রতিহিংসামূলক বদলি করা হয়েছে। ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য কর্মচারীর কান কেটে নেওয়া হয়েছে, শিক্ষকদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ধর্মঘট সফল করার জন্য দুইজন বামপন্থী নেতৃত্বকে শহিদ হতে হয়েছে। নবান্নে, খাদ্যভবনে মিছিল, মিটিং, পোস্টার সাঁটানো নিবিদ্ধ করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের আন্দোলনে অর্জিত অধিকারগুলি হরণ করা হচ্ছে।

রাজ্য প্রশাসনে সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক শক্তি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এই সংগঠন ভাঙার জন্য ডাক দিয়েছেন স্বয়ং রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত সময়ে বিধানচন্দ্র রায়, সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সরকার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের খুন, বদলি, চাকুরিচ্যুত, এলাকাছাড়া, বেতনবৃদ্ধি স্তব্ধ করে দিয়েও তাদের আন্দোলনকে ভাঙতে পারেনি। বর্তমান সরকারও অদ্যাবধি পারেনি, আগামীদিনেও পারবে না। এ প্রত্যয় আছে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে।

আসন্ন লোকসভার নির্বাচন একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। স্বভাবতই কর্মচারী পরিবারের সদস্যদের মতামত এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে রাজ্যের বর্তমান অন্ধকার দিন কেটে শুভ দিনের সকালে আমরা উপস্থিত হতে পারি।

দুর্গাপুরে সাইদুল হকের প্রচার

—প্রথম পাতার পর

প্ল্যান্ট ও ডিভিসির অবস্থা তথৈবচ। রাজ্য সরকারে উদাসীনতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতায় যখন দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলের নাভিশ্বাস উঠছে, তখন তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের নেতৃত্বে চলেছে সন্ত্রাস, শ্রমিক উচ্ছেদ, তোলাবাজি, ধর্ষণ এমনকি সাংবাদিক নিগ্রহ। হাজার হাজার শ্রমিক হয় কাজের জায়গা থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন অথবা কারখানা বন্ধ হওয়ায় বেকার হয়ে পড়েছেন। নতুন কোনো কারখানা আসেনি। এই অরাজকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত দুর্গাপুরের পাশে দাঁড়িয়ে সাইদুল হক সাংসদ হিসেবে যে সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা দুর্গাপুরের মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে।

আজ সকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী)-র দুর্গাপুর ১ বি জোনাল কমিটির উদ্যোগে পদযাত্রা শুরু হয় ইস্পাতনগরী সংলগ্ন ধোবীঘাট অঞ্চলে। সেখানে প্রার্থীর সঙ্গে সুশান্ত ব্যানার্জী, নির্মল ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে পা মেলালেন অগণিত মহিলা, যুবক-যুবতী ও কর্মহীন শ্রমিকরা। বিকেলে পদযাত্রা রঘুনাথপুর থেকে শুরু হয়ে মধুপল্লী হয়ে কমলাইতলায় যায়।

সন্ধ্যায় ভগৎ সিং মোড় ও চণ্ডীদাস রোডে বিশাল পথসভা হয়, মসজিদ-এ-মিল্লাতে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ব্যাপক সমাগম হয় এবং শেষে বিশাল আকারের মিছিল চণ্ডীদাস বাজার পরিক্রমা করে।

সংসদে চান বংশগোপাল চৌধুরীকেই

—প্রথম পাতার পর

পরিষদের দুষ্কৃতীদের হাতে গণধর্ষিতা হয়েছিলেন। রাজ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এখনও শাস্তি পায়নি ধর্ষকরা। পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, মধ্যমগ্রামের মতো আসানসোল, বার্ণপুর, রূপনারায়ণপুরের, সামন্তির মেয়েরা আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আর তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভার মিথ্যাচারের জবাব দিতে কয়েক হাজার মহিলা বংশগোপাল চৌধুরীকে সামনে রেখে জেমারী থেকে দেন্দুয়া পথ হাঁটলেন একদিন পরই। আবারও একবার প্রতিবাদে গর্জে উঠলো শিল্পাঞ্চল। না, মেয়েরা এখানে নিরাপদে নেই। সেই আওয়াজ পৌঁছানো চাই দিল্লিতেও। আর তা যোগ্যতার সাথে পারেন বাম সাংসদরাই। এই প্রত্যয়ই সেদিন ব্যক্ত করেছিলেন শিল্পাঞ্চলের মহিলারা।

কুলটির স্টেশন সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বছর কয়েক আগে ছড়িয়ে পড়েছিল আন্ত্রিক। মারাও গিয়েছিলেন বেশ ক'জন। অনুসন্ধানে দেখা যায় কুলটির তৃণমূলের পুরবোর্ডের জঞ্জাল অপসারণে ব্যর্থতা আর কুলটি জুড়ে তীব্র জলকষ্ট। খবর পেয়ে ছুটে যান সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী। রানিগঞ্জ আসানসোল পুরসভার সাহায্য নিয়ে জঞ্জাল অপসারণের কাজ তিনি কুলটিতে থেকে তদারক করেন। তারপরই দিল্লি গিয়ে কুলটির জলসমস্যা তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেন ৫০ কোটি টাকার জলপ্রকল্প। দায়িত্ব দেওয়া হয় আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন নিগমকে। বংশগোপাল চৌধুরী তখনও উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান। নির্মাণের কাজ পুরসভার দখলে রাখতে মামলা করলেন পুরসভার তৃণমূলি চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক। আর তারপর থেকে অনুমোদিত হওয়া জনপ্রকল্প আইনি জটে আটকে। কুলটির নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বললেন ঠিক উল্টো। সঙ্গে সেই চিত্রতারকা সাংসদ। অবশ্যই ভিড় বাড়াতে।

বামপন্থীদের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ইস্কো অধিগৃহীত হলেও কুলটি কারখানা ছিল বন্ধ। আবারও আন্দোলনে নামলেন বামপন্থীরা। বংশগোপাল চৌধুরী সহ বাম সাংসদদের উদ্যোগে কেন্দ্রের সরকারের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। পরিণতি সেলের গ্রোথ ডিভিশন অধিগ্রহণ করে কুলটি কারখানা। চালু হয় উৎপাদন। আর তাই শিল্পাঞ্চলের মানুষ তাদের অমীমাংসিত দাবির স্বার্থে, অধিকারের লড়াইকে জারি রাখতে এবারও বংশগোপাল চৌধুরীকে সংসদে পাঠানোর জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্তি করছেন মিটিং-এ, মিছিলে।

কেন্দ্রের কংগ্রেস, বিজেপি সরকারের উদারনীতির অন্যতম নিদর্শন হিন্দুস্তান কেবলস্ কারখানা। একটি লাভজনক কারখানাকে ধীরে ধীরে রুগ্ন করে ফেলা হয়। প্রায় এক দশক কারখানার উৎপাদন বন্ধ। কর্মীদের মাইনে অনিয়মিত। ব্যাঙ্কে বহুকোটি টাকা দেনা। ডিভিসি'র কাছে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া বহু কোটি টাকা। কালোনিতে পানীয় জলের সঙ্কট। রাস্তাঘাট মেরামতির অভাবে জীর্ণ। তারওপর বারবার কেন্দ্রের কংগ্রেস, বিজেপি পরিচালিত সরকারের হুমকি। বেঁচে দেওয়া হবে বেসরকারি হাতে। বংশগোপাল চৌধুরী, বাসুদেব আচারিয়ার বারবার দিল্লিতে দরবার করেছেন। বংশগোপাল চৌধুরী সংসদে প্রশ্ন তুলেছেন—কেন কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে না হিন্দুস্তান কেবলস্‌কে? অবশেষে এল সংবাদ—প্রতিরক্ষা দপ্তর অধিগ্রহণ করবে হিন্দুস্তান কেবলস্। একবছর দরে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চললেও সম্পূর্ণ করলো না ইউ পি এ-২ সরকার। বাসুদেব আচারিয়ার নেতৃত্বে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছে শ্রমিক নেতৃত্ব দাবি জানান— অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার। এখনও হিন্দুস্তান কেবলস্-এর প্রাণস্পন্দন চলছে সংসদের ভেতরে বাইরে বামপন্থীদের লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই। আর এ লড়াই জারি রাখতে রূপনারায়ণপুরের মানুষ। বংশগোপাল চৌধুরীকে আবারও সংসদে পাঠাতে দৃঢ় প্রত্যয় বক্ত করেছে। কেননা, বকেয়া মাইনে, পানীয় জল থেকে বিদ্যুৎ যখনই সমস্যায় পড়েচেন হিন্দুস্তান কেবলস্-এর শ্রমিকরা, ছুটে গেছেন আসানসোলের গত দু'বারের সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী।

কয়লাা খনি, ইস্কো সহ ইস্পাত শিল্প, হিন্দুস্তান কেবলস্ থেকে কুলটি, জাতীয় সড়ক থেকে রেলপথ-শিল্পাঞ্চলের মানুষের সমস্যা তুলে ধরার মতো যোগ্য প্রার্থী একমাত্র বংশগোপাল চৌধুরী। শিল্পাঞ্চলের মানুষ যে এবারও বংশগোপাল চৌধুরীকে চাইছেন সেটা বুঝেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীও। আর তাই একই দিনে একটি লোকসভা কেন্দ্রে তিন তিনটি সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দুস্তান কেবলস্ নিয়ে একটি কথাও বললেন না। যা বললেন তার বেশির ভাগটাই অসত্য। হুমকি দিলেন নির্বাচনের পর খুঁজে পাওয়া যাবে না বংশগোপাল চৌধুরীর। আসলে যারা শিল্প আর শিল্পাঞ্চলের সর্বনাশ চায় তারা ভয় পেয়েছে। তাই তারা আরো আগ্রাসী। এ হুমকি তারই ইঙ্গিত। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষের কাছে এটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

নাগরিকসভায় মদন ঘোষের বক্তব্য

—প্রথম পাতার পর

ইউ পি এ -২ সরকারের আমলে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষিতে আঘাত সব থেকে বেশি। স্বামীনাথনের সুপারিশে কৃষকদের সহায়ক মূল্য দেওয়ার কথা মানেনি এই সরকার । উদার অর্থনীতির হাত ধরেই এই সরকার জলে, স্থলে, আকাশে আকণ্ঠ দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দল হলেও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে বারে বারে আপস করেছে। কংগ্রেসের নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে।

বেকার সমস্যা সারা দেশে এক ভয়াবহ আকার নিয়েছে। সাড়ে ২৮ কোটি শুধুমাত্র শিক্ষিত বেকার বসে আছে। সরকারি নির্দেশে অবসরের পর এবং কর্মচারীর মৃত্যুর পর আর কোনো নিয়োগ হবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হবে। সরকার কোনো দায় নেবে না। শ্রমিকদের মজুরি আমাদের দেশেই সব থেকে কম। ২০০১-২০১০ সাল পর্যন্ত উদারনীতির হাত ধরে ১৫ লক্ষ কৃষক জমি হারিয়েছে। এরা সবাই অসংগঠিত শ্রমিকের খাতায় নাম লিখিয়েছে। আমরা এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি, নিরাপত্তার আইন চেয়েছিলাম। কেন্দ্র আজও করেনি।

সততার প্রতীক মুখ্যমন্ত্রী এখন চিটফাণ্ডের মালিক কে. ডি. সিং-র হেলিকপ্টারে ঘুরে নির্বাচনী প্রচার করছেন। এখন আর দেওয়ালে 'সততার প্রতীক' লেখা থাকে না। কেন না থাকলে মানুষ 'সারদার প্রতীক' পড়ে ফেলবে। তিনি একসময় বলেছিলেন মুকুল চোর, মদন চোর, কুনাল চোর আমি চোর? শেষে কুনালকে জেলে ঢুকতে হলো। এমনকি জবানবন্দী দিতেও দিচ্ছেন না কুনালকে। পঞ্চায়েতে হরির লুট চলছে। ১০০ দিনের কাজে আমাদের রাজ্য ২১ দিন কাজ দিয়েছে। আড়াই কাঠা পুকুর কাটতে ৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এস. এস. সি প্রাইমারি টেট-এ লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। সিভিক পুলিশের ছেলেরা টাকা পায়নি। নামাজ পড়ে সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করছেন। নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর উনিই তো ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন। এখন বলছেন দাঙ্গাবাজ। বলছেন বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সব ইতিহাসই উনি জেনেছেন প্রয়াত মন্ত্রী অজিত পাঁজার কাছে। উনি তখন কংগ্রেসের নেত্রী ছিলেন। মুখ খোলেননি। সারা রাজ্যে এই তিন বছরে সরকারি ক্ষেত্রে ৮২৪ জন নিয়োগ হয়েছে। এর মধ্যে ৭৫ জন সংখ্যালঘু, ৭১ জন মুসলিম। মোদী কলকাতায় এসে দবাজ প্রশংসা করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর। দরজা খোলা রাখছে বিজেপি। সেটা বোঝা গিয়েছিলো হাওড়া লোকসভা উপনির্বাচনে।

কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল সবাই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে আছে। এদের কোনো নীতি নেই। তাই এই নির্বাচনে নেতার বদল চাই।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি মৃত্যুঞ্জয় ঘড়ুই, পিতা রণজিৎ ঘড়ুই, গ্রাম -কামারহাটী, থানা -মাধবদিহি, জেলা - বর্ধমান। নোটারি বর্ধমানের নিকট ৩১ মার্চ, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম SURYA KANTA GHARUI। জন্মশংসাপত্রে আমার পুত্রের নাম ভুলবশত SURGO GHARUI নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার পুত্র সর্বত্র SURYA KANTA GHARUI নামে পরিচিত হল। SURGO GHARUI এবং SURYA KANTA GHARUI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

সন্ত্রাস উপেক্ষা করেই ঈশ্বরচন্দ্র দাসের নির্বাচনী প্রচার চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ এপ্রিল : সন্ত্রাস কবলিত জামালপুর এলাকার মানুষ সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্টের প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাপকভাবে

প্রচার আন্দোলনে মেতে উঠলেন। এই প্রচার আন্দোলনে লাল পতাকা হাতে নিয়ে কয়েকশ আদিবাসী মহিলা এবং ধামসা মাদল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আদিবাসী পুরুষেরাও যুক্ত ছিলেন।

জামালপুরের বিভিন্ন এলাকায় সকাল ৭টা থেকে প্রচার শুরু হয়। দুপুরে খানিক বিরতি, আবার সন্ধ্যায় প্রচার মিছিল এবং বক্তব্য রাখা। সারাটা দিন এভাবেই এলাকায় প্রচারে মানুষ যুক্ত ছিলেন। এলাকায় গত ৩৪মাস মার্কসবাদীরা বেরুতেই পারতেন না। এবার সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করেই পথে নেমেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র দাস তাঁর বক্তৃতায় তুলে ধনের তৃণমূলের কেলেঙ্কারির বিভিন্ন ঘটনা। তার সঙ্গে গ্রীষ্মের দাবদাহকে উপেক্ষা করে সামিল ছিলেন রানাপাড়া, জৌগ্রাম, মশাগ্রাম চৌবেরিয়া বাজার, পাঁচড়া মোড় আসাপুর হাটতলা—এইসব জায়গায় ছিলেন রমেন্দু মিত্র, সমর ঘোষ, সমর হাজরা, সত্যপ্রিয় কোঙার, সত্যদাসী মালিক, কুবজা মালিক, মহাদেব হালদার, কালো মাল, শেখ নাজিরুদ্দিন, শেফালি ঘোষ, লক্ষ্মী সরেন এবং আরো আরো অনেকে। গোটা এলাকার মানুষ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যয়ে দৃঢ় হচ্ছেন।

১১ এপ্রিল পূর্বস্থলী ১নং ব্লকের নসরৎপুর ও সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জালুইডাঙা গ্রাম থেকে ঈশ্বরচন্দ্র দাসকে নিয়ে এক সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য মিছিল ডাঙাপাড়া, পারুলডাঙা মোড়, সমুদ্রগড় রেলস্টেশন পেরিয়ে শেষ হয় নদাই নদীর ধারে ধাপা গ্রামে মাঠে।

সমুদ্রগড় ডাঙাপাড়া ছাড়াও এদিন রেলের হাটিস্টেশন বাজার, বরেয়া, লক্ষ্মীপুর, মাজিদা গ্রামে প্রচারসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন জোনাল কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল, প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস, প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা মনোরঞ্জন নাথ প্রমুখ।

নতুন বছরে প্রকাশিত হতে চলেছে
মৈনাক মুখোপাধ্যায়-এর
প্রথম কবিতা সংকলন
সুন্দরের কাছাকাছি
স্থান : বর্ধমান টাউন হল সভাকক্ষ
১ বৈশাখ ১৪২১, সন্ধ্যা ৬ টা
সমস্ত আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রবেশ অবাধ

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ভারতের রাষ্ট্রপতি, ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর, টি এন শোষন, এম এস গিল ও ডি জি কৃষ্ণমূর্তি, টি এন শেষন; ২। ৬ বছর, ৬৫ বছর পর্যন্ত; ৩। লোকসভা, রাজ্যসভা, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্য বিধানসভা এবং বিধান পরিষদ; ৪। ২০০৯ সালের ১৬ এপ্রিল, ১২২টি কেন্দ্রে, ১৯ জনের মৃত্যু ঘটে; ৫। ১৯৭৩ সালে ৩১তম সংবিধান সংশোধন করে লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫২৫ থেকে বাড়িয়ে ৫৪৫ করা হয়; ৬। ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধন করে; ৭। ১৯৭৭ সালে ৪৩তম সংবিধান সংশোধন করে; ৮। ১৯৮৮ সালে ৬১ তম সংবিধান সংশোধন করে; ২৮-০৩-১৯৮৯; ৯। ২০০৮ সালের ১০ এপ্রিল, ৬৫ শতাংশ; ১০। ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল, ব্যারাকপুরের প্যারেড রোডের ধারে অশ্বত্থ গাছে, বেলা ১০টায়; ১১। এশিয়া মহাদেশে, ১৯৯১ সালের ৯ এপ্রিল, টি বি লীস; ১২। ২০০৬ সালের ৮ এপ্রিল, দিল্লিতে, জন্ম সিউড়ির মাতুলালয়ে ১৯২৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি।

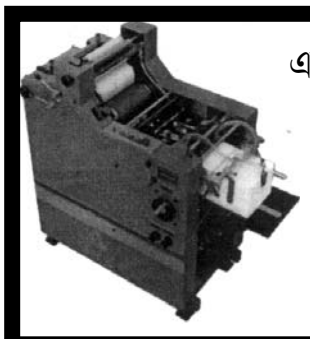
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
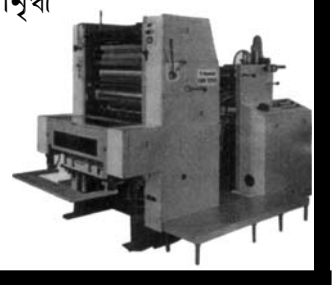
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা